দুর্নীতির ১৫ মামলায় খালাস পেলেন মির্জা আব্বাস

মির্জা আব্বাস। ছবি: সংগৃহীত

বিনা দরপত্রে ১৮টি সরকারি বাড়ি বিক্রির মাধ্যমে ১২৭ কোটি ৬৪ লাখ ১৯ হাজার ৫৯ টাকা দুর্নীতির অভিযোগে করা ১৫ মামলায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা মির্জা আব্বাসকে খালাস দিয়েছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার (২৭ আগস্ট) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৩-এর বিচারক মুহাম্মদ কামরুল হাসান খান এ রায় দেন। একই সঙ্গে এসব মামলার অন্য আসামিদেরও খালাস দেওয়া হয়েছে।

আদালত সূত্র জানায়, ১৮টি সরকারি বাড়ি বিক্রিতে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে ২০০৭ সালের ২৯ মার্চ মির্জা আব্বাসসহ ২১ জনের বিরুদ্ধে পৃথক ১৫টি মামলা করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এর মধ্যে ১২টি মামলায় মির্জা আব্বাসসহ ১২ জনকে আসামি করা হয়। বাকি আসামিদের বিভিন্ন মামলায় পৃথকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

মামলাগুলোতে মির্জা আব্বাস ছাড়াও এস এম জাফর উল্লাহ, মো. এমদাদুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলী, গোলাম নবী, কাজী রিয়াজুল মনির, জিয়াউদ্দিন আহমেদ, আব্দুস সাদেক, হুমায়ুন খান, মীর মোশাররফ হোসেন, ইকবাল উদ্দিন চৌধুরী ও মো. শহীদ আলমকে আসামি করা হয়। এছাড়া আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও আহমেদ আকবর সোবহানকে দুটি করে মামলায় এবং অন্য কয়েকজনকে পৃথক মামলায় আসামি করা হয়েছিল।

দুদকের অভিযোগ ছিল, গুলশান, ধানমণ্ডি ও ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় থাকা ১৮টি পরিত্যক্ত সরকারি বাড়ি বিক্রির ক্ষেত্রে দরপত্রে কারচুপি ও অনিয়ম করা হয়। মির্জা আব্বাসসহ সংশ্লিষ্টরা ক্ষমতার অপব্যবহার করে পছন্দের ব্যক্তিদের এসব বাড়ি পাইয়ে দেন এবং এতে সরকারের বিপুল আর্থিক ক্ষতি হয় বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।

তদন্ত শেষে ওই বছরের ২৫ সেপ্টেম্বর আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন তৎকালীন বিচারক শাহেদ নূরউদ্দিন।

মামলার বিচার চলাকালে আদালত ২৪ জন সাক্ষীর মধ্যে ২৩ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করেন। পরে বৃহস্পতিবার আদালত সব আসামিকে খালাস দিয়ে রায় ঘোষণা করেন।